55

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।। দুই যুবক-যুবতীর সন্ত্রাস

❑ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ, শাস্তি দাবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১১ই ফেব্রুয়ারি (বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)।- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত সোমবার ছাত্র নামধারী দু'জন যুবক-যুবতী একজন প্রফেসারের বাসায় অভিনব কায়দায় হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও প্রফেসার পত্নীর উপর শারীরীক নির্যাতন চালিয়েছে। আকস্মিক এই সন্ত্রাসী ঘটনায় ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সকলেই হতবাক হয়ে যায়। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

সোমবার সকাল ৯টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগের সভাপতি প্রফেসর সুশান্ত কুমার ভট্টাচার্যের বাসায় (প-৮৪ এফ-এর তৃতীয় তলা) কলিং বেল বেজে উঠলে তার স্ত্রী মিসেস ডালিয়া ভট্টাচার্য দরজা খুলে দিলে একজোড়া যুবক-যুবতী ভেতরে প্রবেশ করেই মিসেস ডালিয়ার উপর চড়াও হয়। তারা প্রায় ১৫ মিনিট ধরে ডালিয়ার উপর শারীরিক নির্যাতন ও বাসার আসবাসপত্র ভাঙচুর করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ডালিয়ার হাতে ব্লেড দিয়ে আঘাত করে এবং ববিষ্যতে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাদের সপরিবারে হত্যার হুমকি দিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে।

জানা গেছে, দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কোয়ার্টারের (আবাসিক এলাকা) সামনে এক জোড়া যুবক-যুবতী অশালীন অবস্থায় ছিল। এই প্রেমিকযুগলের প্রেমিকটি ছিল পূর্ববাগ ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা রাজশাহী শহরের ছাত্রলীগ নেতা। ঐ ছাত্রলীগ নেতাকে প্রফেসর শিশির কুমার ভট্টাচার্য আবাসিক এলাকায় অশোভনভাবে বসে থাকতে নিষেধ করলে উভয়ের মধ্যে তর্ক হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ নেতা প্রফেসর ভট্টাচার্যকে অশোভন ভাষায় গালিগালাজ করে ও ভবিষ্যতে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়।

ছাত্রলীগের ঐ নেতাই পরিকল্পিতভাবে পর্ফেসর শিশির ভট্টাচার্যের ভাই প্রফেসর সুশান্তর বাসায় সন্ত্রাসী হামলা চালায় বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনার পরপরই পুলিশ নাহিদ নামের ঐ ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করে। কিন্তু পরে তাকে ছেড়েও দেয়া হয়।

এদিকে প্রফেসর শিশির ভট্টাচার্যের ভাই প্রফেসর সুশান্তর বাসায় সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে, ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে। গতকাল সকালে পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। পরে তারা উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেয়। পরিসংখ্যান বিভাগে প্রফেসর সামাদ আবেদীনের সভাপতিত্বে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক যৌথসভায় ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দাবি করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানানো হয়।

এছাড়া রাঃ বিঃ শিক্ষক সমিতি, রাঃ বিঃ প্রেসক্লাব, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, উদীচী, ছাত্র ইউনিয়ন ঘটনার নিন্দা ও দায়ী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আবদুল খালেক ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস প্রদান করেছেন। মতিহার থানায় ঘটনার জন্য মামলা দায়ের হয়েছে।